পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই নিউজ

বর্ষ: ১৪ | সংখ্যা: ১৩৫

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

মে ২০২৪

"টেকসই পদক্ষেপ: অভিজ্ঞতার দর্শনে, তারুণ্যের উদ্যমে একসাথে" শীর্ষক দীর্ঘমেয়াদী স্ট্রাটেজিক প্ল্যানের উদ্বোধনী কর্মশালা

দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রকল্প 'টেকসই পদক্ষেপ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে নাগরিক সমাজের সংস্থা ও নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি; 'অভিজ্ঞতার দর্শনে, তারুণ্যের উদ্যমে একসাথে' শিরোনামে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'পদক্ষেপ' এর টপ লিডারশিপদের নিয়ে প্রায় ৯ মাস ধরে চলা দীর্ঘমেয়াদী স্ট্রাটেজিক প্ল্যান প্রজেক্টের উদ্বোধনী কর্মশালাটি গত ২২ মে ২০২৪ তারিখ ঢাকার ফোর্টিস ডাউনটাউন রিসোর্টে দিনব্যাপি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার উদ্বোধন করেন পদক্ষেপ এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম সিদ্দীক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পর্ষদ সদস্য নাহিদ আক্তার, নির্বাহী পরিচালক মো: সালেহ বিন সামস, পদক্ষেপ এর মাইক্রোফাইন্যান্স এবং প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের যুগ্ম পরিচালকবৃন্দ, উপ-পরিচালকবৃন্দ, সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও সহকারী পরিচালকবৃন্দ। এছাড়া অনুষ্ঠানে অনলাইনে যোগ দেন আইসিটি পরিচালক মুহম্মদ আবরাফি সিদ্দীক ও মাইক্রোফাইন্যান্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্রেডিট অ্যানালিস্ট অ্যাডভাইজার আয়েশা খানম।

কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন সংস্থার সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মহোদয় এবং প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ জাতীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'পদক্ষেপ' দেশব্যাপী সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সাল থেকে কাজ করে আসছে। সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল (সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ ও অর্থায়ন সহযোগিতা) এর আলোকে দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে অভিষ্ট জনগোষ্ঠির মধ্যে সেবা প্রদান করছে 'পদক্ষেপ'। আর এখন আমরা সকলে মিলে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের সংমিশ্রণে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে একসাথে 'টেকসই পদক্ষেপ' গড়ে তুলতে চাই। তিনি বলেন, মাইক্রোফাইন্যান্স এর মূল শক্তি হলো সমিতি বা দল আর সমিতিই হলো এর মূল জামানত। কিন্তু বর্তমানে আমরা ধীরে ধীরে এই সমিতি বা দল কালচার হতে সরে আসছি। যা খুবই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই সকলকে সমিতি কালচার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি আমাদের সকলের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেইসাথে সংস্থার চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে দিনব্যাপী উক্ত কর্মশালাকে স্বার্থক করে তুলতে হবে।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এর স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রায় ৯ মাসের এই অগ্রযাত্রায় সংস্থার টপ লিডারশিপ টিম পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার উপর গ্রুপ ওয়ার্ক এর মাধ্যমে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়। দলগুলো মূল বিষয়ের উপর স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্ম প্রক্রিয়া শেষ করেন। পরে দলীয় উপস্থাপনায় আগামীতে কীভাবে আরো কার্যকরভাবে সংস্থার কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা যায় তার জন্য দলভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, সমস্যা ও তার সমাধানের সুপারিশ/মতামতগুলো পোস্টার/ভিপকার্ড এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। নির্বাহী পরিচালক স্বাগত বক্তব্যে বলেন, আগামী অর্থবছরে প্রয়োজনীয় তহবিল, লোকবল ও কর্মকৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সকলকে 'টেকসই পদক্ষেপ' গড়ে তোলার জন্য বকেয়া নিয়ন্ত্রণ, গ্রোথ ও ঋণস্থিতি ধরে রাখা, দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশল অর্জন এবং কর্মী ড্রপ আউট নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দিতে বলেন।

কর্মশালায় পরিচালক মহোদয় বলেন, সকলের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে চিরাচরিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে এসে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান করার মাল্টিন্যাশনাল জাতীয় চিন্তাভাবনা যে আমাদের উন্নয়ন সেক্টরেও করা যায় তা আমাদের টিম করে দেখাচ্ছে। প্রায় ৯ মাসের এই অগ্রযাত্রায় আজকের এই কর্মশালার মাধ্যমে শুরু হলো দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রকল্প 'টেকসই পদক্ষেপ'। প্রকল্পটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে নাগরিক সমাজের সংস্থা ও নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি; 'অভিজ্ঞতার দর্শনে, তারুণ্যের উদ্যমে একসাথে' এর মূলমন্ত্র ছড়িয়ে দিতে হবে দেশব্যাপী আমাদের প্রায় ৭০০০ টিম মেম্বারদের মধ্যে। যেন আমরা সবাই মিলে একসাথে পদক্ষেপকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং সত্যিকারের একটা মানবিক উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে দেশে এবং বিদেশে পদক্ষেপকে টেকসই হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

কর্মশালায় চিরাচরিত গতানুগতিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে এসে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরিতে পদক্ষেপের শীর্ষ নেতৃত্ববৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি উঠে এসেছে 'মাই সিএফও' প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৯ মাস ব্যাপী গবেষণালব্ধ তথ্য ও উপাত্ত। এছাড়া বিভিন্ন উপস্থাপনায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে আয়-ব্যয় ও চলমান কার্যক্রমের বাজেট ও অর্জনসমূহ তুলে ধরা হয়। উক্ত সেশনটি পরিচালনা করেন 'মাই সিএফও' এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠাতা পারভেজ সাজ্জাদ এবং তাঁর টিম।

'পদক্ষেপ' দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও সঞ্চয়, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ২৬টি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেবা প্রদান করে আসছে। উক্ত কার্যক্রমগুলোকে গতিশীল ও টেকসই করার লক্ষ্যে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

‘পদক্ষেপ’ এর সম্মানিত নির্বাহী পর্ষদ সদস্যের ময়মনসিংহ জোনের “বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি” প্রকল্পের বিভিন্ন ব্রাঞ্চের কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ২১ মে ২০২৩ তারিখে ‘পদক্ষেপ’ এর নির্বাহী পর্ষদের সম্মানিত সদস্য নাহিদ আক্তার “বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি” প্রকল্পের ময়মনসিংহ জোনের ভালুকা এরিয়ার ভালুকা ব্রাঞ্চের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ভালুকা ব্রাঞ্চের বাসন্তী ম/স সদস্য মোছাঃ পান্না আক্তার ও পলাশ ম/স সদস্য মোছাঃ সুইটি আক্তার এর বাড়িতে গিয়ে সুলভ টয়লেট সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সদস্যদের কাছে উক্ত সুলভ টয়লেট স্থাপনের সুবিধা ও অসুবিধা এবং প্রকল্পের সহায়তায় কীভাবে সুলভ টয়লেট স্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে জানতে চান। এছাড়া কর্মএলাকার সাধারণ জনগণ টু-পিট টয়লেট সম্পর্কে জানে কিনা ও টু-পিট টয়লেট ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চান এবং বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও এলাকার ২০-২৫ জনের বাড়িতে গিয়ে তাদের সাধারণ টয়লেট ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং ‘পদক্ষেপ’ এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করেন। পরিদর্শন শেষে জোন অফিসে বিভিন্ন কর্মীদের সাথে বিশেষ সভা করেন এবং সদস্য ভর্তি, নিয়মিত আদায় ও বকেয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মতবিনিময় সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। এসময় ‘পদক্ষেপ’ এর প্রধান কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারি পরিচালক ও রিজিওনাল ম্যানেজার এবং প্রকল্পের ফোকাল পার্সন মোঃ শফিকুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক সাবরিনা নাগেট, সহকারী পরিচালক শেখ সাকিব আহসান, ময়মনসিংহ জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার আব্দুল কাইউম ভূঁইয়াসহ সংশ্লিষ্ট এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মানুষের নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) এর যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার ‘পিকেএসএফ’ এর সহযোগিতায় অন্যান্য সহযোগী সংস্থার পাশাপাশি ‘পদক্ষেপ’ মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প “বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি” ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে।

‘পিকেএসএফ’ প্রতিনিধির পদক্ষেপ এর “বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি” প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) এর যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার ‘পিকেএসএফ’ এর মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প “বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি” ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। পদক্ষেপ’সহ অন্যান্য সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পের আওতায় খানা পর্যায়ে ১.২০ লক্ষ নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং ১০ লক্ষ নিরাপদ টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ‘এসডিজি-৬’ অর্জনে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করছে। প্রকল্পটি পদক্ষেপ দেশের ৭৯টি উপজেলায় তার ১১৬টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতাভুক্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কর্মএলাকার জনসাধারণের মাঝে WASH সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অনগ্রসর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও মানবসম্পদ উন্নয়নে নিরাপদ পানি ব্যবহার ও পয়ঃনিষ্কাশনসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিকল্প নেই।

গত ৫ মে ২০২৪ তারিখে ময়মনসিংহ জোনের দাপুনিয়া ব্রাঞ্চে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ‘পিকেএসএফ’ অডিট বিভাগের এ.জি.এম দিলীপ কুমার লাহিড়ী’সহ ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও রিজিওনাল ম্যানেজার মোঃ শফিকুল ইসলাম, ময়মনসিংহ জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার আব্দুল কাইউম ভূইয়াসহ সংশ্লিষ্ট এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ। পরিদর্শকবৃন্দ ব্রাঞ্চের স্টাফদের নিয়ে প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ও বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা মূলক আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। তাঁরা প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, উক্ত ব্রাঞ্চে ১১টি স্যানিটেশন বাস্তবায়ন করেছেন তবে এর পরিমাণ আরও বাড়ানোর দরকার। তাঁরা স্যানিটেশন বিতরণ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

‘ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়’ প্রকল্পের অধীনে ‘নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস’ পালন

নিরাপদ মাতৃত্ব হলো গর্ভাবস্থায় মায়ের সুস্থতা এবং জন্ম-পরবর্তী সময়ে মা ও শিশুর সুস্থতা নিশ্চিত করা। নিরাপদ মাতৃত্ব মাতৃমৃত্যুহার কমায় এবং নবজাতকের মৃত্যু ও দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা রোধ করে। গর্ভকালীন যত্নের লক্ষ্য হলো মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং গর্ভজনিত জটিলতা প্রতিরোধ বা সেগুলোর চিকিৎসা করা। মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি হলে সেটা পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও গত ২৮ মে ২০২৪ তারিখে ‘নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস’ পালন করা হয়। পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য়’ পর্যায় নেত্রকোণা পৌরসভা, পিএ-১ এর অধীনে ‘নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস’ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল, নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ক প্রচারণা (মাইকিং), গর্ভবতী মায়েদের সাথে বিশেষ সভা, পুষ্টিকর খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা। নেত্রকোণা পৌরসভায় আয়োজিত আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন নেত্রকোণা পৌরসভার মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মোঃ নজরুল ইসলাম খান। প্রকল্পের ব্যবস্থাপক ওয়াসিম আকরাম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ‘নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের গুরুত্ব, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে নগর মাতৃসদনের ভূমিকাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন নেত্রকোণা পৌরসভার কাউন্সিলরবৃন্দ, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা ও নগর মাতৃসদনের চিকিৎসকবৃন্দ। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য- ‘হাসপাতালে সন্তান প্রসব করান, মা ও নবজাতকের জীবন বাঁচান।’ স্লোগান ছিল ‘মা ও শিশুর জীবন বাঁচাতে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হবে যেতে’। নিরাপদ মাতৃস্বাস্থ্য, মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস ও নবজাতকের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত হয়ে আসছে। গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তীকালে সব নারীর জন্য নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই হলো নিরাপদ মাতৃত্ব। ১৯৯৮ সাল থেকে দেশব্যাপী নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালন শুরু হয়। এরপর থেকে নিরাপদ মাতৃস্বাস্থ্য, মাতৃমৃত্যু হার কমানো ও নবজাতকের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ২৮ মে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

‘আইসিবিসি’ প্রকল্পের আওতায় সাত দিনব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু যত্নের কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পের আওতায় ইসিসিডি অফিসার এবং সিসিসি সুপারভাইজারদের নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় সাতদিনব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩-৯ মে ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রশিক্ষণটির শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রোগ্রাম ম্যানেজার তারিকুল ইসলাম চৌধুরী। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা খলিল আহমেদ, পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক আনিস হোসাইন চৌধুরী প্রমুখ।

উক্ত প্রশিক্ষণটি দুইটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম ধাপে ছিল শিশু যত্ন কেন্দ্র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও পরিচালনা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় ধাপটি ছিল প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা পদ্ধতি। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পরে ইসিসিডি অফিসার এবং সিসিসি সুপারভাইজারগণ পরবর্তীতে যত্নকারী এবং সহকারী যত্নকারী একই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন।

প্রশিক্ষণটি পরিচালনা ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেন সিআইপিআরবি এবং ব্র্যাক-আইইডি। প্রশিক্ষণে দুই জন ইসিসিডি অফিসার এবং ১০ জন সিসিসি সুপারভাইজার অংশগ্রহণ করেন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন আইসিবিসি প্রকল্পের নরসিংদীর মনোহরদী এর সমন্বয়কারী। উপস্থিত সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। সকলের উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে আরও সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ আয়োজনের সহযোগিতা কামনা করে শেষ করা হয়।

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলায় লম্বাবাঁক হাঁটিতে Climate-resilient Haor Project পরিদর্শন

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘পিকেএসএফ’ ও ‘জিআইজেড’ এর আর্থিক সহায়তায় সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় লম্বাবাঁক হাঁটিতে Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in The Haor Region of Bangladesh প্রকল্পে গত ১৪ মে ২০২৪ তারিখে দাতা সংস্থা পিকেএসএফ কর্তৃক লম্বাবাঁক হাঁটিতে গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল লে-আউট পর্যবেক্ষণ করেন এবং লে-আউটটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতপর, উক্ত কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে প্রকল্প অফিসে প্রকল্পের সকল হাঁটিতে বাস্তবায়নাধিন কর্মকাণ্ড পরিদর্শিত হয়। পরিদর্শনকালিন সময়ে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, উক্ত প্রকল্পের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও হাঁটিতে বসবাসকারী প্রতিনিধি প্রমুখ। পরিদর্শনকালিন সময়ে পিকেএসএফ এর উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম প্রকল্পের কর্মকাণ্ডসমূহ বাস্তবায়নের জন্য হাঁটিতে নির্বাচনকৃত কমিউনিটি ওয়ার্কার গ্রুপ ও কন্সট্রাকশন কাজের হেডমিস্ত্রী এর সাথে কাজের গুণগত বাস্তবায়ন সম্পর্কিত নানা দিকনির্দেশণা মূলক পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও কমিউনিটির প্রতিনিধিগণকে প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ের উপর দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পভুক্ত সকল কর্মকর্তা ও হেডমিস্ত্রিকে নির্মাণকাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট ড্রইং ও ডিজাইন মোতাবেক কাজ করার জন্য প্রকৌশলগত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। উপরিউক্ত দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা শেষে লম্বাবাঁক হাঁটিতে গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল লে-আউট পর্যবেক্ষণ করেন এবং লে-আউটটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতপর, উক্ত কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে প্রকল্প অফিসে প্রকল্পের সকল কর্মকর্তার সঙ্গে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ও প্রকল্পের অর্থনৈতিক হিসাবভুক্তিকরণ, বাজেট, মালামাল ক্রয় প্রসেস ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার দাসেরবাজার ইউনিয়নে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ এর এবারের প্রতিপাদ্য ছিলো ‘করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা, অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা’। অনুষ্ঠানে সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহেদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বেরীগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি সিরাজুল ইসলাস সিরাজ, স্কুলের শিক্ষক মোঃ জুয়েল, ইউপি সদস্য মঙ্গল মিয়া, সুরমা ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বাদল হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। পরিবেশ দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা শেষে বিভিন্ন স্থানে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করা হয়।

প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস একটি বিশ্বব্যাপী কর্মসূচি যার লক্ষ্য আমাদের পরিবেশ রক্ষার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সকলকে উৎসাহিত করা। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ, বন উজাড় এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির মতো পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পদক্ষেপ প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ২০১০ সাল থেকে সুনামগঞ্জের সুরমা ইউনিয়নে এবং পরবর্তীতে ২০১৯ সাল থেকে মৌলভীবাজারের দাসেরবাজার ইউনিয়নে ‘দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)’ কর্মসূচিটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে।

‘রেইজ’ প্রকল্পের “ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন” বিষয়ক প্রশিক্ষণ

‘পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)’ ও বিশ্বব্যাংক-এর যৌথ অর্থায়নে ফেব্রুয়ারি ২০২২ সাল থেকে দেশের ৭০টি সংস্থা ৬৪টি জেলার ৩৩৩টি উপজেলার শহর ও উপ-শহর এলাকায় ৫ বছর মেয়াদি “রিকভারি এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ)” প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মানব সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক এ প্রকল্পটির আওতায় সারাদেশে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পভুক্ত সকল ছোট উদ্যোগ পরিচালনায় মর্যাদাপূর্ণ শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং পরিবেশ ও সামাজিক মানদণ্ড বজায় রাখার বিষয়ে জোর দেয়া হচ্ছে। ‘রেইজ’ প্রকল্পটি পদক্ষেপ দেশের ১০টি জেলার ২৫টি উপজেলার শহর ও উপ-শহর এলাকায় বাস্তবায়ন করছে। ‘পিকেএসএফ’ এর সহযোগিতায় পরিচালিত ঋণ কার্যক্রমভুক্ত পরিবারের তরুণ সদস্য, তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও তার পরিবার এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন-দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ ‘রেইজ’ প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী।

‘রেইজ’ প্রকল্পের ২ নং কম্পোনেন্টের স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসা/উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন অর্থাৎ ‘অগ্রসর রেইজ ঋণ’ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নসহ এবং তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য “ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন” বিষয়ক ৮টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জানুয়ারি ২০২৪ থেকে সংস্থার মোহাম্মদপুর, গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, মৌচাক ও ভালুকা ব্রাঞ্চে শুরু করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মে ২০২৪ মাসে মোহাম্মদপুর ব্রাঞ্চে ১টি ও মৌচাক ব্রাঞ্চে ১টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়। ‘ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন’ (১৬দিন/৯৬ ঘন্টার/২ মাস) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি মোট ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরমধ্যে সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (মোট ২০ ঘন্টা/৪ দিন); জীবন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও মাঠ পরিদর্শন (৪০ ঘন্টা/৬ দিন); ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা (১২ ঘন্টা/২ দিন); বিষয়ভিত্তিক/কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ পরিদর্শন (২৪ ঘন্টা/৪ দিন)। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে ৭টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

‘কমিউনিটি আউটরিচ’ কার্যক্রম

‘কমিউনিটি আউটরিচ’ কার্যক্রমটি প্রকল্পের কর্মএলাকায় টেলিফোনিক যোগাযোগ, লিফলেট, পোস্টার বিতরণ এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মে ২০২৪ মাসে মোহাম্মদপুর ও মৌচাক কর্মএলাকায় মোট ৩টি কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও তাদের উদ্যোগ সম্প্রসারণের জন্য অর্থায়ন এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ ও তাদের কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থায়ন এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি বিষয়ে ও তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে আলোচনা করা হয়। এছাড়া জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন বিষয় যেমন- পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

‘রেইজ’ প্রকল্পের স্বল্প-আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণদের জন্য “শিক্ষানবিশি (Apprenticeship)” কার্যক্রম

‘রেইজ’ প্রকল্পের শিক্ষানবিশ কার্যক্রমের আওতায় মে ২০২৪ মাসে মাস্টার ক্রাফট-পার্সনদের (এমসিপি)/গুরুদের জন্য ২ দিনব্যাপী ১টি ওরিয়েন্টেশন এবং গত ১ মে ২০২৪ তারিখ থেকে ৬ মাসব্যাপী ৩য় ব্যাচের শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম সম্পর্কে এবং মাস্টার ক্রাফট-পার্সন (এমসিপি)/গুরুদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি মে মাসে শুরু হওয়া ৫১ জন এমসিপি/গুরু এর অধীন ১০৩ জন শিষ্যের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে শেষ হবে।

উক্ত প্রশিক্ষণ এবং ওরিয়েন্টেশনে যেসব ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান সেগুলো হলো- ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, কনজুমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটোলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স, হাউজকিপিং এন্ড ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিসিং, মোটর সাইকেল সার্ভিসিং, কার্পেনট্রি ইত্যাদি।

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো-প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে অনানুষ্ঠানিকভাবে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; মজুরিভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে সহায়তার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন। প্রকল্পের ২টি কর্মএলাকা ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ইতোমধ্যে গত ৩০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে মোট ৪৯ জন মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে ৯৮জন শিষ্য/শিক্ষানবিশকে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে বিভিন্ন ট্রেডে ৬ মাসব্যাপী অর্থাৎ নভেম্বর থেকে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সমাপ্ত হয়েছে।

অংশগ্রহণকারীরা উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে সামগ্রিকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং তাদের কর্মপরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ ঘটবে।

‘পিকেএসএফ’ কর্মকর্তাদের ‘পদক্ষেপ’ এর মুক্তাগাছা ও ভালুকা ব্রাঞ্চের ‘রেইজ প্রকল্পের’ চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ৬-৮ মে ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ‘রেইজ’ প্রকল্পের ‘পিকেএসএফ’ এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব ফাইজুল তারিক চৌধুরী এবং একাউন্টস অফিসার সোমা সাহা ‘পদক্ষেপ’ এর প্রধান কার্যালয়, মুক্তাগাছা ব্রাঞ্চ ও ভালুকা ব্রাঞ্চের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রথম দিন তারা সংস্থার প্রধান কার্যলয়ের ‘রেইজ’ প্রকল্পের উপর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় এবং কার্যক্রমের নথিপত্র পরিদর্শন করেন। পরে মুক্তাগাছা এবং ভালুকা ব্রাঞ্চের অধীনে ‘অগ্রসর রেইজ ঋণ’ এবং ‘অগ্রসর রেইজ ইয়ুথ ঋণ’ কার্যক্রমের নথিপত্র পরিদর্শন করেন। মুক্তাগাছা ব্রাঞ্চে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ ঋণ গ্রহণকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে সেলিনা আক্তার এর উদ্যোগ/ব্যবসা ক্ষেত্র পরিদর্শন করেন। এছাড়া ভালুকা ব্রাঞ্চের ঋণ গ্রহণকারী তরুণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে মোছাঃ বাসেনা এর ব্যবসা পরিদর্শন করেন।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি গ্রুপের সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন ঃ প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অতিদরিদ্র সকল বয়সের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভা কক্ষে কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে ১টি ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। ওরিয়েন্টেশনগুলোতে সিজি গ্রুপের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। এতে অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাসহ পদক্ষেপ এর কারিগরি ও সহকারী কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ওরিয়েন্টেশনে সিজি পরিচালনা, কমিটির দায়িত্ব-কর্তব্য, সেবার মান উন্নয়নে করণীয়, সেবা গ্রহীতার সাথে সংবেদনশীল আচারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিদ্যমান সেবাসমূহ অবহিতকরণ সর্ম্পকিত ওরিয়েন্টেশন ঃ প্রকল্পের আওতায় 'উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিদ্যমান সেবাসমূহ অবহিতকরণ' সর্ম্পকিত ২টি ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পদক্ষেপ এর উদ্যোগে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে অতিদরিদ্র সকল বয়সের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভা কক্ষে ১টি এবং উপজেলা পরিষদ হল রুমে ইউএনও কর্তৃক আয়োজিত ১টিসহ মোট ২টি ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য সহকারী, সিএইচসিপি ও পুষ্টি কমিটির সদস্যবৃন্দ।

এছাড়া উপজেলা পরিষদ হল রুমে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলার পিভিসির সদস্য, উপজেলা সরকারি বিদ্যমান সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন অষ্টগ্রাম উপজেলা নিবাহী অফিসার মোছাঃ দিলশাদ জাহান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ সেবাসমূহ সকলকে অবহিত করেন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে সকল সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেন। সরকার যে সকল কাজ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার জন্য হাতে নিয়েছেন সেগুলো সরকারের একার পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় তাই সরকারি ও বেসরকারি যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে সকলে মিলে কাজগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে বলে বক্তারা বলেন। এছাড়া 'পদক্ষেপ' এর সকল কাজে প্রশাসনের দিক থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন বক্তারা। অনুষ্ঠানগুলোতে প্রকল্পের 'পদক্ষেপ' এর বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ, এলাকার জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক'সহ প্রসপারিটির উপকারভোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

২৯ তম জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ উদযাপনঃ প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩টি উপজেলায় ২৯ তম জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ-২০২৪ পালন করা হয়। এরমধ্যে নিকলী, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম এই ৩টি উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে ক্যাম্পেইন করা হয় এতে মাইকিং, পোস্টার, লিফলেট, আলোচনা সভা ও র‍্যালির অয়োজন করা হয়। এতে সদস্য পর্যায়ে গণসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় পিভিসি সদস্য, সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোরী ক্লাব, মা ও শিশু ফোরাম, প্রতিবন্ধি ব্যক্তি ফোরাম, স্থানীয় লোকজন, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল ও সংস্থার কমকর্তাদের অংশগ্রহণে কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহটি পালন করা হয়। এ সময়ে প্রকল্পের পদক্ষেপ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণ ঃ প্রকল্পের নিকলী উপজেলার নিকলী সদর ইউনিয়নের ০৫ জন নিঃস্ব অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে ৫০টি দেশি মুরগি, মুরগির রাত্রিকালীন ঘর ও ক্রিপার প্রদান করা হয়। উক্ত ইউনিয়নে মাছ বিক্রয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ০১ জন অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে মাছ সংরক্ষণের জন্য ট্রাংক, ডিসপ্লে বঙ, আইস বঙ, কাটিং ডিভাইস, চপিং টেবিল, পলিথিন, মাস্ক, হাইজেনিক ক্যাপ, হ্যান্ড গ্লাভস, অ্যাপ্রোন ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

এছাড়া উপজেলার কারপাশা, গুরই ও ছাতিরচর ইউনিয়নে 'ফিশিং গিয়ার তৈরি ও বিপণন' বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য ১৪ জন অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে ডিঙ্গি নৌকা, জাল তৈরির জন্য সুতা, সুই, বাঁশ, ফ্রেম, জালের রশি, ছুরি, চাকু ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

পথনাটক প্রদর্শনী ঃ সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে স্থানীয় পর্যায়ে একটি ন্যায্য, দারিদ্র মুক্ত ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার করে আসছে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্প। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটির মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে অতি দরিদ্র জনগণ, ইন্টারসেকশনাল গ্রুপের সদস্যসহ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে জীবিকায়ন, পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিবন্ধীতা, জেন্ডার, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ক সুনির্দিস্ট কিছু বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়গুলো জনসম্মুখে তুলে ধরার জন্য একটি পথনাটক এর আয়োজন করা হয়। কমিউনিটির আচারণ পরিবর্তনের জন্য বিনোদনের মাধ্যমে তথ্য প্রদান ও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে নাটক প্রদর্শনী করা হয়। যা কমিউনিটির মানুষদেরকে আচারণ পবিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পদক্ষেপ এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের সদস্যদের মাঝে সবজির বীজ বিতরণঃ প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে বসতবাড়িতে সবজি বাগান স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের বীজ বিতরণ করা হয়। বিশেষ করে কর্ম এলাকার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে সারা বছর শাকসবজির চাষ চলমান রাখতে পারে তারজন্য প্রতি মৌসুমেই প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্যদের মাঝে মৌসুমভিত্তিক বীজ বিতরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কর্মএলাকার ১৪টি ইউনিয়নের ১৪০০টি পরিবারের মাঝে খরিপ-২ মৌসুমের সাত ধরনের বীজ যেমন-করলা, ঢেড়স, মিষ্টিকুমড়া, ডাটাশাক, লাউ, সিম ও চিচিংগা বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

পদক্ষেপ এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের ফসল চাষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পের আওতায় গত ২৫-২৬ মে ২০২৪ তারিখে ঘাগড়া ইউনিয়নে উচ্চমূল্যে নিরাপদ সবজি উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অতিদরিদ্র পরিবারের ২৫ জন সদস্যদের অংশগ্রহণে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষিসম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ মাহাবুব আলম। তিনি উচ্চমূল্যে নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বিপণন বিষয়ের উপর আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করেন।

এপ্রিল মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৩৮২ জন

মে ২০২৪ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কমিউনিটি ম্যানেজার পদে ১৯২ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন' ও ৮৪ জনকে 'দলীয় গতিশীলতা সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে ৩৩ জনকে 'ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন' বিষয়ে ও এবিএম (লোন) পদে ২৯ জনকে 'অগ্রসর ঋণীর ব্যবসা বিশ্লেষণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে ক্লাসরুম ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কোলাবরেশন প্রশিক্ষণ হিসেবে ৪২ জন সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজারকে 'ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা, তদারকি ও তত্ত্বাবধান' বিষয়ে এবং বহিঃউৎস হিসেবে 'পিকেএসএফ' কর্তৃক 'ভ্যাট এন্ড ট্যাক্স' বিষয়ে ১ জন সিনিয়র ম্যানেজারকে এবং 'সিডিএফ' কর্তৃক `Financial systems, Tax, Vat & Internal Audit & Regulatory Requirements' বিষয়ে ১ জন ম্যানেজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মে মাসে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৩৮২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে 'পিআইডিএম' সেবা দিয়েছে ১৪২১ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় মে ২০২৪ মাসে পদক্ষেপ'সহ ২৯টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ১৪২১ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৫টি সভা, ২টি পরীক্ষা ও ২০টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু, সরঞ্জামাদি ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে 'রেমিটেন্স' লেনদেন হয়েছে ৭৩টি

মে ২০২৪ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৭৩ জন গ্রাহককে ২৩.৪০ লক্ষ টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৬০,৫৮৭ জন গ্রাহককে ৫১৮.০৩ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ মাসে ১৪১ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

মে ২০২৪ মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগে সিনি: ম্যানেজার পদে ১ জন, ম্যানেজার পদে ৭ জন, সহকারী ম্যানেজার পদে ১ জন ও ড্রাইভার পদে ২ জন; অডিট বিভাগে সিনি: ম্যানেজার পদে ১ জন ও সহকারী ম্যানেজার পদে ৮ জন; অর্থ ও হিসাব বিভাগে সহকারী ম্যানেজার পদে ১ জন; আইসিটি বিভাগে সহকারী ম্যানেজার পদে ৪ জন; প্রমিজ ফার্মেসিতে ফার্মেসি ম্যানেজার পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া মাঠ পর্যায়ে 'ইউপিএইচসিএসডিপি-২' প্রকল্পে নেত্রকোণা, কুষ্টিয়া, গোপালগঞ্জ ও গাইবান্ধা জেলায় সিনি: প্রোগ্রাম অফিসার-১, মনিটরিং অ্যান্ড কোয়ালিটি ইন্সুরেন্স অফিসার-৪, হিসাবরক্ষক-২, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট-২, ফ্যামিলি প্লানিং কোঅর্ডিনেটর-১, পিএইচসি ম্যানেজার/ফিজিসিয়ান-২, মেডিকেল অফিসার-১, কাউন্সেলর-১, প্যারামেডিক-১, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর-১ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্টান্ট পদে ১ জন এবং 'আইসিবিসি' প্রকল্পে ভোলা, লক্ষীপুর, চাঁদপুর ও নরসিংদী জেলায় প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর পদে ৪ জন, সহকারী প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর-৪, ফিন্যান্স অ্যান্ড এডমিন কোঅর্ডিনেটর-৩, ইসিসিডি অফিসার-৮, চাইল্ড কেয়ার সুপারভাইজার-৪১, সুইমিং সুপারভাইজার-২১ ও আইসিসিডি অফিসার পদে ৬ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির হারাগাছ ব্রাঞ্চে অফিস সহকারী পদে ১ জন এবং বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সিএম-১ পদে ১০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

মে ২০২৪ মাসে সিপিএফ হতে ৫৩ জন কর্মীকে ২৪,৬৪,০০৪/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৫৩ জন কর্মীকে ১,১১,২০০/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বিমা প্রোগ্রাম থেকে ৫৫ জনকে ৯,৬৮,২৪৯/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ২৩ জনকে ৬,৪৯,৫০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

এস টাওয়ার, বাড়ি নং-২৮/১, পশ্চিম তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ০১৭৫৫-৬৪৭৭৯১, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৪৮১১৯৭৯৪
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org